ফুটপাথ থেকে উঠে আসা হাসলাম

জিলিয়ানের গল্প পড়তে হার মানায় উপন্যাসকে। বাবা বোলাও টেরেস হাসলাম ছিলেন ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইংল্যান্ডে ফেরার মত আর আর্থিক সামর্থ ছিল না পরিবারের। টানাটানির সংসারে খাবা পড়তে দেরি হয়নি। মা-বাবা আর জিলিয়ানের ১২ ভাই বোনের পরিবারে অনাহারই ছিল রোজনামচা। বাবা তিন ভাই বোনের অকাল মৃত্যুতে অবশ্য ভেঙে পড়েনি সাহসী কিশোরী। পড়াশোনার শেষ করে শহর ছেড়ে দিল্লি গিয়ে কাজ জুটিয়েছেন বহুজাতিক ব্যাঙ্কিং সংস্থায়। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নতুন জীবন দিয়েছেন মা, ভাই-বোনেদের। পাড়ি দিয়েছেন লণ্ডন। থিতু হয়ে নিজেকে ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। তাই এ দেশের গরিব মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদেই বার বার ছুটে আসেন কলকাতায়।

বাস্তবের স্লামডগ মিলিয়নার। খিদিরপুরের ঝিঞ্জিবস্তিতে শৈশব কাটিয়ে যে মহিলা এখন লক্ষ কোটির মালকিন, তাকে আর কী বা বলা যায়। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা, বাঁচার জন্য ভিক্ষে করা আর চোখের সামনে অপুষ্টিতে ভাই-বোনকে মরতে দেখতে অভ্যস্ত চোখগুলো অবশ্য আটকে থাকেনি ফুটপাথে। থমকে যায়নি লেখাপড়াও। শহর ছেড়ে প্রথমে দিল্লি আর পরে লণ্ডন পাড়ি দিয়ে সেই কিশোরী জিলিয়ান হাসলামই এখন বিলেতের খ্যাতনামা লেখিকা তথা কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব। তবে শিখরে উঠেও মাথা ঘুরে যায়নি জিলিয়ানের। ৪২-এ পৌঁছেও শিকড়ের টানে বার বার তিনি ফেরেন শৈশবের ভূমিতে।

মোটিভেশনাল স্পিকার হিসাবে এখন তার জগৎ জোড়া নাম। একটি বণিকসভার অনুষ্ঠানে কর্পোরেট জগতের লোকজনকে প্রেরণার পাঠ দেবেন তিনি। শোনাবেন তার জীবনযুদ্ধের লড়াকু কাহিনি। সাধারণ মানুষকে অসাধারণ কাজ করার টোটকা বাতলাবেন জিলিয়ান। ওই বণিকসভার জনসংযোগ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 'মোটিভেশনাল স্পিকার' হিসেবে এখন তার জগৎজোড়া নামডাক। রয়্যাল ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যান্ড (আরবিএস)-এর এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট জুলি মাকিনলে থেকে শুরু করে বিলেতের যুবশিক্ষা বিভাগের প্রধান ডেলিসিয়া জোনস কিংবা বিখ্যাত কুইজ মাস্টার তথা প্রাক্তন সাংসদ নিল ও প্রায়েন বাধা ছাত্রে তালিকায় কে নেই তার উদ্বুদ্ধ করার ক্লাসে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ও প্রাক্তন মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টনের বিশেষ স্নেহধন্য জিলিয়ান ইন্ডিয়ান ইংলিশ বইটি লিখে এখন আরও বিখ্যাত। সেই বইয়ের ভিত্তিতে চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে বিলেতে।